৫৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 01 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ১/২ কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তাণ্ডব ॥ গুলি বোমাবাজি ॥ আহত ১৫

উত্তেজনা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলের বার্ষিক প্রীতিভোজকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে ক্যাম্পাসে রাতভর গুলিবর্ষণ ও ব্যাপক বোমাবাজি চলে। সাংবাদিক লাঞ্ছিত এবং ১৫ জন আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে মৌলবাদী শিবির দীর্ঘদিন ধরে একক আধিপত্য বজায় রেখে অবস্থান করছে। অপরদিকে ছাত্রলীগ (শা-পা) এক বছরের বেশি সময় ধরে আবাসিক হলের বাইরে অবস্থান করছে। সাদ্দাম হলের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ছাত্রলীগ কর্মীরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পাসের ভিতরে হলের সামনে পৌঁছে পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ টের পেয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে আসে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে অবস্থান নেয়। এ সময়

১৫ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন

(প্রথম পাতার পর)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাসের ভিতরে অবস্থানকারী কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীকে মৌলবাদী শিবিরের সন্ত্রাসীরা নানারকম হুমকি দিলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

রাত আটটার সময় কুষ্টিয়া হতে ক্যাম্পাসে আগত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী বহনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাড়ি কতিপয় সন্ত্রাসী মেইন গেটে ভাংচুর এবং কয়েকজন ছাত্রকে মারপিট করে। এ ঘটনার ১০/১৫ মিনিট আগে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েসউদ্দিন প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ শেষে ক্যাম্পাস ছেড়ে তাঁর কুষ্টিয়াস্থ বাসভবনে রওনা হন। এদিকে জানা যায়, শিবির অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগ মেইন গেটের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তাদের ৫/৬ জন কর্মীকে প্রহার করে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে।

মেইন গেটে গাড়ি ভাংচুর ও কয়েক ছাত্রের আহতের খবর ছাত্রদের হলগুলোতে পৌঁছামাত্র শত শত শিবির কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে গোটা ক্যাম্পাস এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রধান গেটে ছাত্রলীগ কর্মীদের অবস্থানকে লক্ষ্য করে অনবরত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। শিবিরের ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণের ফলে ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি দেয়। কিছুক্ষণ পর শিবির পুরো ক্যাম্পাস এলাকা দখল করে নেয় এবং ছাত্রলীগ কর্মী সন্দেহে রাত নয়টার দিকে একজন বহিরাগত অতিথির ওপর হামলা চালিয়ে তাকে প্রহার করে। এ সময় শিবিরের সন্ত্রাসীরা জাতীয় ছাত্র সমাজের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক আহ্বায়ক শাহিন আক্তার পলাশের মোটরসাইকেল সাদ্দাম হলের সামনে ভাংচুর করে। তাৎক্ষণিকভাবে শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের হাতে দৈনিক আল মুজাদ্দেদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা শাহনেওয়াজ হেলাল এবং ইত্তেফাকের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হোসেন আল মামুন লাঞ্ছিত হন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে শিবিরের সন্ত্রাসীরা দৈনিক জনকণ্ঠের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা একে আজাদকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল।

শুক্রবার ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে। উভয়পক্ষই নিজ দলকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অস্ত্র সংগ্রহ করছে বলে জানা গেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শুক্রবার ভাইস চ্যান্সেলরের কুষ্টিয়াস্থ বাসভবনে দু'টি পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভিসি কায়েস উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা প্রভোস্টগণ ও সিনিয়র শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এদিকে ছাত্রলীগ সাদ্দাম হোসেন হলের "মৌলবাদী অযোগ্য" প্রভোস্ট মিজানুর রহমানের পদত্যাগ দাবি এবং আবাসিক হলসমূহে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমকারী মৌলবাদী শিবিরের নেতা-কর্মীদের বহিষ্কার দাবি করেছে।